

Semester-2

History Honours

Course-III Ancient India from the Maurya to Late Gupta Period

প্রশ্ন,, গুপ্ত সাম্রাজ্যকে কেন স্বর্ণযুগ বলা হয় ।।

গুপ্ত সাম্রাজ্য যুগকে কেন স্বর্ণযুগ বলা হয় ইতিহাস বিদ মতামত বর্ণনা কর।

উত্তর,, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজতন্ত্রী ইতিহাসের গুপ্ত যুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই চোখের সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি বিজ্ঞান চর্চা ধর্ম জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এক অদ্বুত পূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। গুপ্ত যুগকে তাই সুবর্ণ যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ঐতিহাসিক বার্ডেন ও বার নেট গুপ্ত যুগকে গ্রিসের ইতিহাসে মেরিট লিস্টের যুগ রোমের ইতিহাসে অগাস্টাসের যুগ এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের সঙ্গে তুলনা করেছেন । রাজনৈতিক ঐক্য আনায়ন এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্য গুপ্ত যুগ খ্যাত হয়। ভারতীয় ইতিহাস চর্চকে গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ বলে এক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ভিন্ন চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে সেখানে সুবর্ণ যুগের ধারণাকে মৃত বা অতি কথা বলা হয়েছে। গুপ্ত আমলে সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল সরাসরি ভাষা হিসেবে পড়ি গনিত হয়েছিল এই ভাষায়। ধর্মীয় সাহিত্যের পর্যায়ের পরে পুরান স্মৃতিস্বার্থ ও মহাকাব্য বৈশিষ্ট্য শাস্ত্র কার ঈশ্বর কৃষ্ণ বসু বন্ধু অসম্ভব নেয় দর্শনের ব্যাখ্যা তার এই তোমাকে ছাড়া এ যুগের কাবিল ভূত হয়েছিলেন কালিদাসের মতো মহাকাবি। যার রচিত মেঘদূত অভিজ্ঞান শকুন্তলা মৃত সংসার বাণ্মিকা অগ্নিমিত্রই প্রভৃতি কাব্য নাটকের তার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান। , সাহিত্য ছাড়াও জ্যোতিষ গণিত রসায়ন জ্ঞান বিজ্ঞানের ভারতীয় মহিষার অভ্যুপগম বিকাশ ঘটে। আর্য ভট্ট বরাহমিহির ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। আর্য ভট্ট রচিত সূর্য সিদ্ধান্ত বরাহমিহির রচিত বৃক্ষ সংগীতা ও পঞ্চ সিদ্ধান্ত থেকে যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ জ্যোতিষ্য শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত শৈল চিকিৎসা এ যুগে প্রচলিত হয়েছিল এবং শৈল বিদ্যায় পারদর্শী সূত্র গুপ্ত যুগে প্রসিদ্ধ লাভ করে।

শিল্পকলা,, গুপ্ত যুগের স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অদ্বুত পূর্ব উন্নতি লাভ করে। ফেসবুক গুপ্ত যুগের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহজ ও স্বাভাবিক গঠন ও সৌন্দর্যের প্রমাণ বা প্রকাশ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ধর্ম সমন্বিত ঘটনাবলী কে অবলম্বন করে ভাস্কর্য তাদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গুপ্ত আমলের পর্বত গুহা স্থাপত্য প্রধানত বৌদ্ধ ধর্ম তথা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক তার তৈরি হতো। পাহাড় কেটে বুদ্ধ জৈন হিন্দু গুহা মন্দিরের স্থাপত্য এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাত্রি গোয়ার শিব মন্দির বোম্বারার কৃষ্ণ মন্দির সাচির মন্দির দত্ত ঘরের দশাবতার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য,, ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে অবমাননীয় উন্নতির পরিলক্ষী হয়। সারনাথ এর প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মহড়ার প্রাপ্ত দন্ডায়মান বুদ্ধ সুলতানগঞ্জে ও প্রাপ্তবুদ্ধির বদ্ধো ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এযুগে নির্মিত অতি দৃষ্টিনন্দন কীর্তি হলো সাঁচি স্তূপ। এছাড়াও এ সময় গান্ধার মথুর ও অমরাগ গতি ভাস্কর্য শিল্পের সুসম্পন্ন লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর নিহার অঞ্চল রায়ের মতে গুপ্ত যুগের স্মৃতিগুলো মুখ্য মন্ডল আধ্যাত্মিকতার উদ্ভাসিত।

চিত্রকলা,, গুপ্ত আমলে চিত্রকলা যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল পাহাড় কেটে গুহা মন্দির নির্মাণে ও মন্দিরের দেওয়াল রাতে অঙ্কিত চিত্র সে যুগের চিত্রশিল্পের চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করেন। রাজকন্যা রাজপ্রাসাদ এবং পশু পাখি ফুল কৃষক সন্ন্যাসী প্রভৃতি চরিত্র এগুলিতে উপস্থিত। মুদ্রা ও লিপিতে অঙ্কিত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি বা চিত্র থেকে।

উপসংহার এভাবে শিল্প ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্বুত পূর্ব উন্নতি ও সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে অনেক গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করেছেন রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধ ও শৃঙ্খলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক সমন্বয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিক নবজাগরণ ইত্যাদি প্রেক্ষিতে এই যুগ সুবর্ণ যুগ আক্ষায় ভূষিত হয়েছে।

The End